কবিবক্তব্য

কবিতা এক যাত্রা। সাধনাও এক যাত্রা। দুই যাত্রা পাশাপাশি চলেছে। কখনো কবিতা হতে সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছি, কখনো সাধনা হতে কবিতার। দুইটির মধ্যে কখনো অন্তর্বিরোধ অনুভব করিনি। বরং মনে হয়েছে সাধনায় যখন গতিহীনতা এসেছে তখন কবিতা তা ভেঙেছে, কবিতায় যখন গতিহীনতা এসেছে সাধনা তা ভেঙেছে।

সন্ত ও সাহিত্যে গভীর সম্বন্ধ রয়েছে। মধ্য যুগে কবীর, তুলসী, সুরদাসের মতো সন্তরাই সাহিত্য পরম্পরার অভিবৃদ্ধি করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ কবিদের মধ্যে সন্ত ও সন্তের মধ্যে কবি দেখা যাচ্ছেন না। আমার দৃষ্টিতে এই বিরোধা-ভাসের আজ অবসান হওয়া উচিত।

মানুষ শান্তি চায় কিন্তু শান্তির অনুসন্ধান জীবনের সমস্ত স্তরের ঊর্ধ্বে তার সামগ্রিকতাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। তার জন্য জীবনকে তার সমগ্রতায় নেওয়া প্রয়োজন। জীবনের সঙ্গে তার সমগ্রতায় সম্পূর্ণ ও নির্বাধ তাদাত্ম্যই অধ্যাত্ম। কবিতা ও সাধনার দ্বৈত এই প্রক্রিয়ায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। নিজের পরম সত্তার বিন্দুতে দর্শন কবিতা ও কবিতা দর্শন হয়ে যায়।

'ভীড় ভরী আঁখে' গত তিন চার বছরের কবিতার সংকলন। এতে প্রজ্ঞা ও সংবেদনা, বাইরের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভেতরের ঐক্যকে সমবেত স্বর দেওয়া হয়েছে

অনুবাদকের নিবেদন

সাম্প্রতিক কালের কবিতায় যে কালান্তর হয়েছে তার কথা জানা থাকলেও তার স্বরূপ ও লক্ষণ সম্পর্কে আমরা খুব বেশী অবহিত নই। মুনি রূপচন্দ্র এই কালান্তর-কালীন কবি। তাই তাঁর কবিতা সম্পর্কে কিছু বলার আগে আধুনিক কবিতার স্বরূপ ও লক্ষণ সম্পর্কেও দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন।

আধুনিক কবিতার আরম্ভ বন্ধন মুক্তি হতে এবং সে বন্ধন কেবলমাত্র ছন্দের বন্ধনই নয়, সেই বন্ধন যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি, বিবেচনা সমস্ত কিছুর। কারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কবিতার ভাষার সৃষ্টি হয়নি, তার জন্য গদ্য রয়েছে। কবিতার সৃষ্টি হয়েছে অন্তরের গভীর ও সামগ্রিক উপলব্ধি প্রকাশের জন্য। সেই গভীর ও সামগ্রিক উপলব্ধি প্রকাশ করাই যায় না যদি কবিতা কোলরিজ যাকে 'good sense' বলেছেন তার দাসত্ব হতে মুক্ত না হয়। এবং সেই দাসত্বই সনাতনী কবিতা এতদিন করে এসেছে। এসেছে বলেই আমরা প্রশ্ন করি, এর অর্থ কি? কিন্তু সত্যিকার কবিতার কোনো অর্থ নেই। তার অর্থ তার উপলব্ধিতে।

এই উপলব্ধি করাবার জন্যই আধুনিক কবিরা যেমন কবিতাকে মুক্ত করেছেন লৌকিক যুক্তি ও মননের দাসত্ব হতে তেমনি মুক্ত করেছেন ভাষা, বাগ্‌ধারা ও রচনারীতির আমূল পরিবর্তনে, কবিতার নব কলেবর সৃষ্টিতে। কবিতাকে হতে হবে স্বয়ং প্রকাশ আদি ধ্বনির মতো। অবশ্য বাক্য যখন কবিতার উপকরণ তখন সম্পূর্ণতঃ তাকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তবু তার প্রয়োগ ও ব্যবহারে আনতে হবে এক অভিনবত্ব যাতে তা বাচ্যার্থকে ছড়িয়ে গিয়ে ব্যঙ্গার্থে মনকে, বিদগ্ধ মনকে, উপস্থিত করতে পারে। এর জন্য অভিনব পদ্ধতিতে শব্দের সঙ্গে শব্দের, ভাবের সঙ্গে ভাবের সংযোগ ও সমাস ঘটাতে হবে যাতে করে একেবারেই উদ্দিষ্ট মূল সুরে পৌঁছে যেতে পারা যায়। কাব্যের উৎস যখন অবচেতন সত্তায় তখন তাকে উদ্বুদ্ধ করাই কবির প্রথম ও প্রধান কাজ। আমার টি. এস. এলিয়টের 'দি ওয়েস্টল্যাণ্ড'র শেষের ক'টি পংক্তি মনে আসে:

I sat upon the shore
Fishing, with the arid plain
behind me
Shall I at last set my land
in order ?
London Bridge is falling down
falling down falling down
Poi s'ascose nel fococche gli
affina

Quando flam cen Chelidon—O
swallow swallow
Le Prince d' Aquitaine a la tour
abolie
These fragments I have shored
against my ruins
Why then Ile fit you. Hierony-
mo's mad againe
Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih Shantih Shantih.

আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে এখানে কয়েকটি অসম্বদ্ধ শব্দ সাজানো হয়েছে এবং সে শব্দ সমস্ত ইংরেজীরও নয়, বিভিন্ন দেশের সাহিত্য হতে নেওয়া। কিন্তু সত্যিই কি এ আবোল-তাবোল প্রলাপ? না, তা নয়। কবি এখানে অবচেতন মনের লঘুগতি চিত্রালি ও বিশ্ববিশ্রুত কাব্যের ধ্বনির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বব্যাপী ও জীবন-ব্যাপী নৈরাশ্য এবং মানব মনের আকৃতি যা কোনো যুক্তিমূলক রচনায় উপস্থিত করা সম্ভব ছিল না। মুনি রূপচন্দ্রের এই কাব্যকৃতির অনুবাদ করতে গিয়ে আমার অনেক সময়ই চোখে পড়েছে অবচেতন মনের লঘুগতি সেই চিত্ররূপ ও শব্দের, বিভিন্ন দেশীয় সাহিত্য হতে সংগৃহীত না হলেও, ধ্বনিময় ব্যঞ্জনা যা কবির উপলব্ধিকে আমাদের নিজেদের উপলব্ধিতে রূপান্তরিত করেছে। যেমন, অৰ্দ্ধনগ্ন কোনো হাওয়া কবিতাটির কথাই ধরা যাক, যেখানে ঝন্‌ঝন্‌ করে ঝরে পড়া কাঁচ ও সন্‌সন্‌ করে বয়ে যাওয়া বাতাস, লাইট অফ ও হাতের আড়ালে নগ্নতাকে ঢেকে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস অনুকরণ-প্রিয় চটুল নাগরিক সভ্যতার অশালীন রূপটিকে যে ভাবে মূর্ত করে তুলেছে তার তুলনা নেই। তুলনা নেই সেই কবিতাটির যেখানে কবি বলছেন আমার ভয় লাগে না হাজার হাজার ঝড়ের, ভয় লাগে তোমার চোখের। অসম্পূর্ণ কাটাকাটা কয়টি ছবি। কিন্তু সত্যিই কি কাটাকাটা? সহরের মিউজিয়মে পরিবর্তিত ঘরে সহজ প্রেমের আনাগোনা নেই তা কি আর অন্য কোনো ভাবে মূর্ত হতে পারত? এমনি ধর্মজগতের নৈরাজ্য ফুটে উঠেছে তাঁর গুপ্ত দ্বার দিয়ে নেমে এল সূর্য কবিতাটিতে। অন্ধকার ত আক্রমণ করে না, আক্রমণ করে আলো। আলোয় নেবার প্রয়াস সংসারে যত অনর্থ ঘটিয়েছে তত বোধ হয় আর কিছু নয়। ধর্মের নামে হত্যা করেছে মানষ মানষকে, বিনষ্ট করেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আমার হাসি পেয়েছে যখন অনেকে আমায় প্রশ্ন করেছেন এতে গির্জা ও মন্দিরকে হোটেল ও নাচঘরে পরিবর্তিত করার অর্থ কি? সত্যি বলতে কি—এর কোনো অর্থ নেই। অর্থ দেখতে গেলেই অনর্থ। কিন্তু বাস্তবে এখানে বাচ্যার্থ মুখ্য নয়, গৌণ। মুখ্য আলোর আক্রমণ। যাঁরা আমায় প্রশ্ন করেছেন তাঁদেরই বলি তাঁরা যেন তাঁদের মনের অবচেতনের দিকে চেয়ে দেখেন সেখানে গির্জা ও মন্দিরকে তাঁরা কি অহরহই হোটেল ও নাচঘরে রূপান্তরিত করে চলেছেন না? মন্দির যে বিপণিতে ও প্রার্থনা যে পাপ-সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তা বোধ হয় আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন করে না।

বাস্তবে কবিতা কোনো অবসর বিনোদনের সামগ্রী নয়। অন্ততঃ কবির কাছে ত নয়ই। যেমন মুনি রূপচন্দ্র তাঁর কাব্যকৃতির স্বকথনে বলেছেন কবিতা এক যাত্রা, আমিও বলি প্রত্যেক কবিতাই এক যাত্রা আত্মার দুর্গমে। তাই প্রত্যেক কবিতাই এক মৌলিক উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধিকে গ্রহণ ও উপভোগ করবার জন্য সহৃদয় পাঠককেও সমগ্র অন্তরাত্মাকে উন্মুখ ও উদ্বুদ্ধ করতে হয়। মন বুদ্ধি আত্মা উদগ্র না হলে কাব্যবোধ বা কাব্যের রসাস্বাদনই করা যায় না। কবি তাঁর রচনায় পাঠক-চিত্তকে যে নব নব লোক ও নব নব পূর্বাচলে আহ্বান জানান তাতে সাড়া দিতে পারা চাই। এবং এই সাড়া জাগাবার জন্যই আধুনিক কবি অভাবনীয় উপমা ও রূপক ব্যবহার করেন। সময়ে সময়ে ব্যাকরণের নিয়ম ও বিন্যাস রীতিরও উল্লংঘন করেন। সময়ে সময়ে যোজক ও পরিপূরক শব্দের প্রয়োগও করেন না যাতে একটি প্রত্যয় বা চিত্রকল্প স্বল্প সংখ্যক শব্দের ব্যবহারে নির্দেশ করা যায়। এই সব পরি-বর্তন তাঁরা যে খাম-খেয়ালীর বশীভূত হয়ে করেন তা নয়, অবচেতন মনের স্পন্দন অনুসরণ করেই করেন। তাই তারা শুধু মর্মস্পর্শীই হয় না, নির্দেশ করে এক অভিনব পথের, আনয়ণ করে গতানুগতিকতার পরিবর্তে সদ্যস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছল এক ঔচিত্য। মুনি রূপচন্দ্রের কবিতায় এই নূতন কাব্যশৈলীর পরিচয় প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। টি. এস. এলিয়ট ম্লান সন্ধ্যাকে বলেছেন patient etherised upon a table, হপকিন্স্ আকাশকে বলেছেন brinded cow। সেইরকম মুনি রূপচন্দ্রের সত্য হল ডাঙাডানা মৃত প্রজাপতি, ভালবাসা কোটের বোতামে আটকানো গোলাপ। সত্যিই জীবনে যে সত্যকে আমরা সত্য বলি তা মুখের সত্য, বুকের সত্য নয়। সেই সত্যের চেয়ে মিথ্যা বোধ হয় আর কিছু হয় না। সত্য রয়েছে মনের গভীর গহনে, নিজের আত্মোপলব্ধিতে। সেই সত্যকে আমরা ক'জন জানি? বা জানলেও স্বীকার করতে প্রস্তুত? সত্যি ভালবাসতেও কি আমরা জানি? আমরা চাই আত্মসাৎ করতে যেমন গোলাপকে ছিঁড়ে আনি কোটের বোতামে আটকাবার জন্য। ফলে যা হয় তা ভাঙা ঘর ও ভাঙা মনের হাউইফাটা আগুনঝুরি। সত্যিকার ভালবাসা আত্মসঙ্কোচ নয়, আত্মসম্প্রসারণ। তুমি সুন্দর তাই আমি ভালবাসি, আমি ভালবাসি তাই তুমি সুন্দর।

কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু একে একে অনুবাদ করে ফেললাম সমস্ত কবিতারি। ভিড়ে ভরা চোখে বিশ্বদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-দর্শন। কারণ এই বিশ্ব নিজেরই ব্যাকৃতি।

প্রকাশকীয়

অণুব্রত অনুশাস্তা যুগপ্রধান আচার্য শ্রীতুলসীর সুধী শিষ্য মুনি রূপচন্দ্র একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা, ক্রান্তিকারী চিন্তাবিদ ও অধ্যাত্মচেতা সাধক। এঁর নানা কাব্যকৃতি হিন্দীসাহিত্য জগতে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছে। এঁর রচিত 'ভীড় ভরী আঁখে' সম্প্রতি কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়। সেই সময়ই এর বাঙলা অনুবাদের কথা মনে আসে। বাঙালী বিদ্বৎসমাজ সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রের মতো আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও অগ্রণী। তাঁদের সঙ্গে মুনি রূপচন্দ্রের পরিচয় হোক এ আমাদের কাম্য। সে কাজ সহজ করে দিয়েছেন বন্ধুবর শ্রীগণেশ লালওয়ানী এর মূলানুগ অথচ সাবলীল অনুবাদ করে। এর জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আশা করি এই কাব্যকৃতি বাঙালী বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হবে।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থে কবি বর্তমান যুগজীবনের অসঙ্গতির যথার্থ চিত্রণ ও মানবীয় মূল্যে তাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সমাধান উপস্থিত করেছেন।

ইন্দিরাদেবী সেঠিয়া

১

উড়ে যাওয়া দিক্‌গুলোয়
ডানা ছাঁটা পাখী
বার বার ফাঁকি দিয়ে যায় চোখকে
আর আমিও
পাগল হয়ে উঠি
নিজের ডানা ছাঁটাবার জন্য।

তুমিই বল
পার্থক্য কি শেষ পর্যন্ত
ঘর
ও বন্দীঘরে
এক নাম ছাড়া?

দিক্‌গুলো সত্য,
আকাশ তার চেয়েও বড় সত্য,
কিন্তু আমার কাছে
আর কোনো সত্যও কি আছে
ডানার চেয়ে বড়?

২

চৌরাস্তা পর্যন্ত আসতে আসতে
থমকে থেমে দাঁড়ায় সব রাস্তা;
বুকের ওপর ছোরা ধরে বলা হয় আমাকে
তাদের মধ্যে কোনো একটি
পছন্দসই নতুন করে আবার বেছে নিতে।

যখন ভালো ভাবেই জানি
এই বেছে নেবার পরিভাষায় জড়িয়ে গিয়ে
অন্ধকার গুহা হতে অন্তরীক্ষ পথ পর্যন্ত
নিজেদের মধ্যে ভাগ হতে থাকি আমরা;
কোনো একটিকে বাছতে থাকি
আর কাটতে থাকি শেষ সবার হতে।
বেছে নেবার নামই যে কাটা
তা কবে জানা ছিল!

আর কবে জানা ছিল
আলোর নামে
অন্ধকারকে এমনভাবে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে,

খাড়া করা হবে স্বচ্ছ অন্তরাল
চোখ ও ডানার মধ্যে।

এখন চোখ অবশ্য আমার আছে
কিন্তু তাতে পোরা আলো
বন্ধক রাখা আছে অন্যের কাছে
যা ছাড়াবার নিষ্ফল প্রয়াসে

রেখে যাচ্ছি আমি
অস্তিত্বের খণ্ড-খণ্ড টুকরো।

সমস্ত আকাশ
ফেলে দেওয়া হয়েছে আমার মাটির ওপর,
আমায় এই বলে ফুসলানো হচ্ছে যে
কোনো পার্থক্যই নেই
রুটি ও মানুষের রক্তে।

এখন আমি বুঝতে পারছি পরিষ্কার
আলোর এই ষড়যন্ত্রে
কত সুবিধাজনক অন্ধকারে বেঁচে থাকা।

আর এও এখন অজানা নেই
আমার নিয়তি
পানে রাখা তামাকের চেয়ে বেশী নয়
যা জিভের ওপর রেখেই পিচ করে ফেলে দিতে হয়
প্রতিবেশীর দেওয়াল রাঙাবার জন্য।

ক্লান্তির রঙ্ লাল
বেছে নেওয়া হয়েছে।

৩

যখনই কড়া নড়ে ওঠে
বাইরের দরজায়,
মনে জাগে ভয়।
কে হতে পারে বাইরে?
সে তো নয়,
যে আমার অন্তরে?

৪

আমার মধ্যে রয়েছে এক গান,
তাকে শুনতে পেলাম না,
হাতে নিলাম বীণা।

আমার মধ্যে রয়েছে এক রূপ,
তাকে দেখতে পেলাম না,
হাতে নিলাম ফুল।

আমার মধ্যে রয়েছে এক আনন্দ,
তাকে অনুভব করতে পারলাম না,
ঝরণার ধারে গিয়ে বসলাম।

সবখানে এই বিরোধাভাস,
কখনো কি হবে এর অবসান?

৫

সাতরঙা ডানাওয়ালা প্রজাপতির মতো
সত্য—
খুব সুন্দর,
খুব কোমল,
কিন্তু ভারী চঞ্চল,
ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে আসেই না সহজে।
আর

যদি এসেও যায়
তো এ ভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে
উড়ে যায় আকাশে,
রেখে যায় হাতে
কেবল
ভাঙা ডানা
ও ছট্‌ফট্‌ করা দেহটা।

৬

প্রভুর দরজায়
প্রার্থনা করলাম জীবন ভর
কিন্তু কোনো প্রার্থনাই করতে পারলাম না
নিজেকে আলাদা রেখে।

জীবন যুদ্ধে
সাহসের সঙ্গে সম্মুখীন হয়েছি ভীড়ের
কিন্তু পারিনি সম্মুখীন হতে নিজের
কখনো একান্তে।

৭

দিন দিন কুকুর কম হয়ে যাচ্ছে এই শহরে,
নেকড়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে,
কেবল সেই কুকুরদেরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাঁচবার জন্য
যারা বশংবদ হয়েছে এই নেকড়েদের,
গলায় যারা পরে নিয়েছে প্রভুভক্তির বকলস,
মালিকের জন্য
যারা সব সময় তৈরী--
ঘেউ ঘেউ করতে,
ঝাঁপিয়ে পড়তে,
কেটে খেতে।
এদের ছাড়া অন্য সব কুকুরদের
ঘোষণা করা হয়েছে বেওয়ারিশ;
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের
শহরের বাইরের কোনো বন্ধ ঘেরায়
বিষ দেওয়া রুটি খেয়ে
ছট্‌পটিয়ে মরবার জন্য।
এই সহর যেমন যেমন সভ্য হচ্ছে,
কম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন কুকুর,
নেকড়ের সংখ্যা কেবল বেড়ে চলেছে।

৮

সফল-প্রায় স্বপ্নকে শুষতে থাকা কাল,

কেউ জিজ্ঞেস করে না,

কে করল এই খুন?

শোনা যায় কেবল একটিই স্বর,

কি সুন্দর এই কাল।

সেই সফল-প্রায় স্বপ্নকেও জিজ্ঞেস করো

কেমন এই কাল?

৯

ভেতরে ভেতরে জমে ওঠা মেঘের
মুক্তির জন্য চাই আকাশ,
কেবল আকাশ।
কিন্তু কি আছে তোমার কাছে?

ভেতরে ভেতরে জমে ওঠা মেঘের
মুক্তির জন্য চাই বিশ্বাস,
কেবল বিশ্বাস।
কিন্তু কি আছে তোমার কাছে?

আমি জানি,
না আছে তোমার কাছে আকাশ,
না বিশ্বাস,
তুমি আমার হাতে দিতে পার কেবল
এক টুকরো ইতিহাস।
কেমন উপহাস!

১০

গুপ্তদ্বার দিয়ে
আঙিনায় নেমে এল সূর্য,
বুঝতে পারছি না
গির্জা ও মন্দিরকে এখন
কেন বদলানো হচ্ছে না হোটেল ও নাচ ঘরে?

ক্ষয়ে গেছে গম্বুজ,
হারিয়ে গেছে আকাশে
হৃদয়হীন প্রার্থনা,
তবে কেন তাকে দেওয়া হচ্ছে না
পাপ্ সঙ্গীতের স্বর?

তিমির হোক অন্ধ,
সর্যের মতো আক্রমণ ত করে না
গুপ্তদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে?

১১

যখনি কোনো অর্ধনগ্ন হাওয়া
বয়ে যায়
নূতন ঢঙে বিবস্ত্র হতে হতে,
বিচলিত হয় দরজা,
ঝন্ ঝন্ করে ঝরে পড়ে জানালার কাঁচ,
উড়ে উড়ে
খসে পড়তে থাকে নাইলন ও টেরেলিনের সাড়ী।
লাইট অফ হয়ে যায় সমস্ত ঘরের
আর সমস্ত পাড়া ঝড়ের
সন্‌সন্ করা হাওয়ায়
শুয়ে থাকে রাত ভর
নিজের নগ্নতাকে
করতলের আড়ালে ঢাকবার
প্রয়াসে।
আর সকালে
প্রসবপীড়ায় কাতর সমস্ত সহর
ঘুম জড়ানো চোখ বড় বড় করে চেয়ে দেখে
পথের ওপর
অশালীন ভাবে
এক নূতন মেয়েকে জন্ম নিতে।

১২

মনে হচ্ছে আমার
দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে এই কামরা,
দেওয়াল আরো উঁচু হয়ে উঠছে,
আর জানালা পরিবর্তিত হচ্ছে ঘুলঘুলিতে।

বন্ধ দরজার মরচে
আরো ভারী হয়ে উঠছে,
আর আমি দিন দিন বামন হয়ে যাচ্ছি।

লাফিয়ে ঝাঁপিয়েও
আর দেখতে পাইনে প্রতিবেশীর মুখ,
কেবল একজনের চিৎকারই
পৌঁছুতে পারে আর একজনের কাছে।
আমি জোরে চিৎকার করে বলি—
"আমি তোমাদের ভালবাসি,
এখানে চলে এসো।"
ওদিক হতেও সেই চিৎকার আসে,
"আমিও তোমাদের ভালবাসি
তুমি চলে এসো।"

আমি আবার চিৎকার করি—
“এখানে খুব আলো আছে,
তুমি চলে এসো।”
সেই উত্তরই আবার আসে
“এখানেও খুব আলো আছে,
চলে এসো।”
আর তারপরের চিৎকার
ভেঙে যায় পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে,
ঘর অন্ধকার হতে থাকে,
দেওয়াল আলো।

আর আমরা
একজনের ওপর দিয়ে আর একজন হামাগুড়ি দিয়ে যেতে গিয়ে
আহত হয়ে এসে পড়ি
নিজেদেরি মৃতদেহের ওপর।

১৩

চুল্লির ওপর সেদ্ধ হতে থাকা আকাশে
ভেসে আসে যখন মনসুনের টুকরো,
আমার সমস্ত সঙ্কল্প,
সমস্ত প্রতিজ্ঞা,
ভেঙে যায় শুকনো কাঠির মতো,
যাদের আবার আগুনে ফেলে দেওয়া হয়
আকাশকে আরো সেদ্ধ করবার জন্য।

কি করে বাঁচাই এই সঙ্কল্পগুলোকে?
এই আগুন হতে?
এই আকাশ হতে?
এই মনসুনের টুকরো হতে?
গলে গিয়ে সংকল্প যখন
হয়ে যাবে ধুঁয়ো
অসময়েই দম বন্ধ হয়ে যাবে
কালের।

১৪

কোনো ঝড় উঠবার আগে
এই রকম
ঘাপটি মেরে বসে যায় হাওয়া.
যেন
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে।
সেইরকম
কোনো ঝড়
কি উঠবার সাহস করত
হাওয়ার সহযোগ ছাড়া?

১৫

আর আমার চিন্তা নেই
সমস্ত জীবন বেঁচে থাকার,
এক কবরখানা বানিয়ে নিয়েছি
আমার মধ্যে
জ্যান্ত শ্বাসকে কবর দেবার জন্য।

১৬

অন্ধকারকে সর্বদা গাল দিই
কিন্তু
অন্ধ হয় না অন্ধকার সর্বদা,
কিছু এমন অন্ধকারও আছে
যার প্রকাশ সূর্যের চাইতেও বেশী,
তাদের বোঝবার জন্য প্রয়োজন
প্রথমে
আলোর সম্মোহনকে ভেঙে ফেলার,
সূর্যের মুখোস খুলে
তাতে অন্ধকারের হিসেবও যোগ করার।

১৭

ডানাই গেছে
যখন
উড়বার,
তখন কার জন্য এই খাঁচা ?
কেন বন্ধ
এই দ্বার ?

১৮

কোনো একটুখানি হাল্কা শব্দ হতেই
আমি ঘুঁসি মারতে সুরু করে দেই
অন্ধকারেই,
কে যেন চিড়বিড় করে উঠে,
কে যেন করে ওঠে চীৎকার,
স্কন্ধ কাটা ডালের মতো
সে ধড়াম করে এসে পড়ে
আমার সামনে।

আমি
চোখ বুঁজে নিই
আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে—
আমারই মৃতদেহ
আমার সামনে পড়ে
আমার দ্বারা আহত হয়ে।

১৯

কালো কানুন ভাঙবার অপরাধে
জ্বলে ওঠা আগ্নেয়গিরির লেলিহান শিখায়
আর একবার ঘিরে নিল সূর্যের দেশ,
সোনালী দেশের সোনালী মুখে
লেপে দিল গরম গরম লাভা,
কুক্ষিগত করে নিল স্বাতন্ত্র্যের নিষ্পাপ শিশুকে
নাদিরশাহী বর্বরতা।
তামাসা-দেখা লোকের মতো দাঁড়িয়ে দেখল পৃথিবীর রাষ্ট্রসংঘ
আর শান্তির ঠিকাদারেরা
এই বলে দাবী করতে লাগল—
এ হল ঘরের ঝগড়া
ভাই ভাই-এর মধ্যের।
এই তামাসাকে আরো বেশি মনোরঞ্জক করবার জন্য
দিতে পারে তারা স্যাবার জেট, প্যাটন ট্যাঙ্ক
গোলাবারুদ এমন কি নাপাম বম্ পর্যন্ত,
কিন্তু 'নাপাক' দৃষ্টি দিয়ে কেমন করে দেখবে তারা
ভাই-ভাইএর 'পাক' সম্পর্ককে?
দুনিয়ার কোন কানুনের বলে
গলায় ছুরি দেওয়া ভাইকে

বলা যাবে শত্রু ?
কোন হলফনামায় বন্ধ করা যাবে
দুধ খাওয়ানো সাপকে ?

কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন ছাড়া
ইন্ধন দেওয়া কি করে বন্ধ করতে পারে তারা
সেই পাপের,
যার কাঁধে বসে
তাদের পার হতে হবে
নিজেদেরি পাপের বৈতরিণী ?
আর এই অবস্থায়
বন্ধুত্ব ও প্রেমের নামে চলেছে গলাকাটা—
সংবাদ পত্রের স্তম্ভে কি দেওয়া হবে নাম
তামাসা ছাড়া ?

[বাঙলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় লিখিত]

২০

সত্যের হত্যার জন্য
প্রয়োজন নয়
রাইফেল ও তলোয়ার,

এইটুকুই যথেষ্ট
জোরে জোরে বলা ওঠা
সত্যের জয়-জয়কার।

২১

তুমি বড় ঠ্যাটা,
বললাম আমি অন্ধকারকে,
সূর্যের পেছন কেন ছাড় না?

নম্র কন্ঠে বলল সে—
মিথ্যাই রাগ করছ তুমি
আমার ওপর,

ঠ্যাটা তো সূর্য
শান্তিতে যে ঘুমোতে দেয় না আমাকে
রাত ভর।

২২

আলো ও অন্ধকারকে
যখনি
বোঝবার চেষ্টা করেছি আমি
প্রত্যেকবার বদলে যায়
আলো অন্ধকারে,
অন্ধকার আলোয়,
আমি হারিয়ে যাই
আবার এক মরীচিকায়।

২৩

দুই হাত বাড়িয়ে দিল সে আমার দিকে,
জানি না,
সাহায্য দিতে,
না সাহায্য নিতে?
চোখের পাতায় ভর করে
নামলাম আমি অন্তরে,
অহং কখনো নীচে, কখনো উপরে।
সে হাসল জোরে
ধরা পড়ল চোর,
তবুও সেই সম্পূর্ণ সমর্পণের সঙ্গে
সে বাড়িয়ে দিল দুই হাত আমার দিকে।

২৪

সাম্প্রদায়িকতার
রক্তক্ষয়কারী নেশা
কম নয় কোনো মদের চাইতে,
নেশা নেমে যায় সকাল পর্যন্ত
মদের,
সাম্প্রদায়িকতার নেশা
দিন দিন গাঢ় হতে থাকে।

২৫

পৃথক পৃথক
মুখোস পরে
রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় লোক--
সকলেই সেই ধান্ধায়
কি তার দাঁও
থেকে না যায় কোথাও কম জোর।

২৬

ছবিত

বৈঠকখানায় রাখবার মতো ছিল,

বেশী মাতামাতিতে খেলো হয়ে গেল।

২৭

সংঘর্ষ
গতির,
কখনো সিঁড়ির নয়।
সংঘর্ষ
দৃষ্টির,
কখনো প্রজন্মের নয়।
গতি বদলে যাক
সিঁড়ি বদলাবার প্রয়োজন নেই।
দৃষ্টি বদলে যাক
প্রজন্ম বদলাবার প্রয়োজন নেই।

২৮

খাঁচার দরজা
এজন্য নয় যে
মুক্ত আকাশে উড়া যায়,
এজন্য যে
মুক্ত আকাশের পাখীকে
খাঁচায় এনে
পোরা যায়।

২৯

হাসতে থাকা গোলাপকে
ঝলতে যখন দেখলাম ডালে,
ভালবেসে
আটকে নিলাম কোটের বোতামে;
একটু পরেই
দুমড়ে মুচড়ে
ফেলে দিলাম তাকে আবর্জনার স্তূপে,
আমরা কি এমনি আবর্জনা করি না সর্বদা
ভালবাসার?
এমনি দুমড়ে মুচড়ে?

৩০

শ্মশানের স্তব্ধতা গায়ে দিয়ে
শুয়ে আছে শহর
এই দ্বিপ্রহর।

আমার মনে হচ্ছে
কোন নেকড়ে
খুবলে বেড়াচ্ছে সব কবর
নিজের রক্তাক্ত নখরে।

কোনো প্রশ্নই ওঠে না এখানে
কোনো ভেড়ার বেঁচে থাকার,
বেঁচে আছে কেবল নেকড়েরা
এই শ্মশানের স্তব্ধতাকে ভাঙ্‌বার জন্য।

৩১

তোমার ছবি
প্রতারিত করেছে অবশ্য আমাকে
কিন্তু
কেবল একবার।
আর তুমি?
যতবার আসছ
প্রতারিত করছ।

৩২

প্রতিবারেই চোখে ভেসে যায়
অন্য কোনো মুখ,
নিজের মুখ
কোথায় দেখতে পেল আজ পর্যন্ত
ভিড়ে ভরা এই চোখ ?

৩৩

ফুলের মতো বিঁধে যায়
কোনো স্নেহ ভরা বাক্য,
আর যতক্ষণে
ভাঙে তার সম্মোহন
কোন শূলের মৌন স্পর্শে,
ততক্ষণে
অনেক হয়ে যায় দেরী,
জীবনের বিম্ব
হারিয়ে যায় প্রতিবিম্বে।

৩৪

সব চাইতে বড় অর্থ
এই জীবনের
এর কোনো অর্থ নেই।
যখন
একে বাঁধবার চেষ্টা করেছি
কোনো বাঁধা-ধরা অর্থে
তখন সৃষ্টি হয়েছে
মহা অনর্থের।

৩৫

আমার ভারী চোখের পাতার ওপর
পা রেখে
যখন কেউ ভোলায় আমাকে
রাতভর,
লোকে তাকে বলে
স্বপ্ন,
আমারত মনে হয়,
তা-ই সত্য।

৩৬

ভরা মজলিসে
কথা হচ্ছিল তার কথায়,
লোকে কানাকানি করছিল,
সে কোথায় বসে রয়েছে?

৩৭

বাইরের নয়
জয় করলেন যিনি ভিতরের যুদ্ধ,
তাঁদের মধ্যে
কেউ হলেন মহাবীর,
কেউ বুদ্ধ।

৩৮

অর্থ-শূন্য অর্থের মধ্যে দাঁড়িয়ে
শূন্যকে স্পর্শ করা এক অর্থ-পূর্ণ অর্থ!
সত্তা,
শক্তি,
বিজয়দর্পের মূল্যকে
স্বীকারাত্মক নঙর্থে পরিণত করতে করতে
তুমি জন্ম দিলে নঙর্থক এক স্বীকৃতির,
(এ কথা বিবশ হয়েই বলছি,
এ তোমার কাজ নয়,)
তোমার ললাট হতে চুঁয়ে চুঁয়ে
বিন্দু হল প্রবাহ,
কিন্তু তুমি প্রবাহ হলে না।
তোমার মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
সময় হল পরম্পরা,
কিন্তু তুমি পরম্পরা হলে না।

আজ আমার মনে হচ্ছে
তোমায় নির্দেশকারী সব অর্থ
হয়ে গেছে নিরর্থক,

আমি সেই এক অর্থের খোঁজে
হারিয়ে গেছি নঙর্থে।

তুমি—
এক সম্পূর্ণ অর্থ কেবল এজন্য
কারণ কোন অর্থই বার হয় না তোমা হতে।
তুমি এমন এক মহাযাত্রী
সময় চলে যার সাহায্যে,
কিন্তু নিজে যে কখনো চলে না।

[শ্রবণ বেলগোলার ৫৬ ফিট উঁচু ভগবান বাহুবলীর বিশালকায় প্রতিমার চরণে বসে লিখিত]

৩৯

কিছু বাঁচিয়ে নেবার প্রয়াসে
ছুটছে সর্বদা
যা মহত্বপূর্ণ।

খণ্ডের লোভে
খণ্ডিত হচ্ছে সর্বদা
যা পূর্ণ।

জীবন যাত্রায় এই গতিহীনতা
ভেঙে না যাচ্ছে যতক্ষণ
কি করে পাওয়া যাবে তাকে
যা সম্পূর্ণ।

৪০

যা ঘটে অন্ধকারে
দিন তাকে বলে
চুরি,
এর মধ্যেই কি লুকিয়ে নেই
দিনের
সব চেয়ে বেশী দুর্বলতা?

৪৯

পুরানো দেওয়াল ভাঙবার স্লোগান দিতে দিতে
প্রত্যেকবার
চেষ্টা করেছি আমি
নূতন দেওয়াল খাড়া করবার।

পাগল জনতাও
দেওয়াল পালটে এসেছে আজ পর্যন্ত
অবসাদ ভাঙবার জন্য।

স্লোগানে চালিত হয়ে
অবসাদে শেষ হওয়া এই যাত্রার
দেখি
কোথায় হয় শেষ?

ইতিহাস এর সাক্ষী
তা সর্বদা নিজেরই করে পুনরাবৃত্তি।

৪২

নিরঙ্কুশ শাসক সূর্যের
　　যখন শেষ হয় আতঙ্ক,
সমস্ত পৃথিবী
　　নেয় এক আনন্দশ্বাস,
　　　　ঘুমায় নিঃশঙ্ক।

কিন্তু কার সাহস
　　সে কথা
　　　　সূর্যকে বলে?

সত্যকে যদি বেঁচে থাকতে হয়
　　তবে বোধ হয় প্রয়োজন আছে
　　　　তার মৌন থাকার।

৪৩

ভীড়ের চাপে পড়ে
সত্য
হয়ে যায় সংশয়।

সমূহের জালে পড়ে
ব্যক্তি
হারিয়ে ফেলে পরিচয়।

সত্য ও সংশয়ে,
ব্যক্তি ও সমূহে,
যে দূরত্ব
তাকে সংকীর্ণ করবার জন্য
প্রয়োজন 'স্ব'-র যাত্রার।

৪৪

ফুসলানো হচ্ছে এক গাদা পাথরকে
দেয়ালের ভিতে এসে পড়তে
এই বলে—
তোমরা সব ভাঙা চোরা,
ট্যারা বাঁকা,
আমি তোমাদের এক সারে দাঁড় করিয়ে
উপরে দেব সুন্দর পলেস্তারা,
তোমাদের বদখৎ ভাইদের ভেঙে জুড়ে
এক বিশাল ভব্য ইমারৎ খাড়া করব।
আবার—
আজ যারা তোমাদের পায়ে ঠোকরায়
তারাই তোমাদের দিকে চেয়ে দেখবে সতৃষ্ণ নয়নে,
নিজের মমতাময় হাত দিয়ে তোমাদের সাজাবে গোছাবে,
কিন্তু তার জন্য
প্রথমে বলিদান দিতে হবে তোমাদের নিজেদের,
যে বলিদান
আলোকিত করবে তোমাদের খ্যাতিহীন বংশকে,
ভরে দেবে ইতিহাসের শূন্য পাতা,

এমনিই কিছু বলে—

ফুসলানো হচ্ছে এক গাদা পাথরকে

দেয়ালের ভিতে এসে পড়তে।

কিন্তু শুনেছি

অস্বীকার করেছে তাদের মধ্যে কিছু পাথর

ভিতে এসে পড়তে,

বিদ্রোহ করেছে তারা এই ফুসলানোর বিরুদ্ধে।

তারা বলছে—

আমরা চাই না হতে ইমারৎ,

আমরা চাই না সুন্দর পলেস্তারা,

আমরা চাই না সতৃষ্ণ নয়ন,

সাজাতে গোছাতে মমতাময় হাত,

আমরা ত কেবল পাথর

আর পাথর হয়েই আমাদের থাকতে হবে,

থাক না আমাদের বংশ অনালোকিত,

আমরা পাথর, পাথরই থাকব,

(যা নই

তা আমরা হবই বা কি করে?)

আর সেই হতে

সেই পাথরদের গাদা হতে বের করে

ফেলে দেওয়া হয়েছে পথের ওপর

পায়ে পায়ে ঠোকর খাবার জন্য—

আর শুনেছি,

দিন দিন তাদের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে।

৪৫

জানি না
　　সে কে ?
　　কোথা হতে এল ?
ঘা খাওয়া মন হতে
　　তার পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায়।

৪৬

তুমি আমায় প্রতারিত করেছ
তার দুঃখ নয়।
দুঃখত এই,
তোমার দুঃখও নেই।

৪৭

যখন ভিড়ে থাকি ভালো লাগে নিঃসঙ্গতা,
যখন নিঃসঙ্গ
তখন ভালো লাগে ভিড়।

৪৮

ভয় লাগে তোমার চোখের,
ভয় লাগে না
বয়ে গেলেও হাজার হাজার ঝড়।

থাকে থাকে যদি
জিনিষ থাকে সাজানো,
ঘর নয়, বলতে হয় সরকারী দপ্তর।

পরিচিত চোখ
যদি মিলিত হয় ভয়ে ভয়ে,
তবে তা নূতন সভ্যতা প্রাপ্ত কোন নগর।

৪৯

হে গান্ধী!
হে বুদ্ধ!
হে মহাবীর!
আমাদের পায়ে
তোমাদের নামে
কে পরিয়েছে এই শেকল?
দেওয়ালের পর দেওয়াল খাড়া করা হচ্ছে
আমাদের চারদিকে
সামনে রেখে তোমাদের ছবি,
যখন কিনা আমার মনে হয়,
এমন ছবি হতেই পারে না তোমাদের।
এত দয়নীয়,
এত গরীব,
এত বেচারা!

তবে কি করে মানব
এ ছবি তোমাদের?
কিন্তু না মানবার প্রমাণও ত নেই আমার কাছে
যাতে মগজ রাখা আছে যাদের বন্ধক
তাদের বোঝাতে পারি

মিথ্যে এসব বিশ্বাস,
মনগড়া সমস্ত ইতিহাস,
যার বলে শুয়ে এসেছ
প্রজন্মের পর প্রজন্ম
জীবনের পর জীবন,
রূপ রঙ ও রসের সত্তাকে,
হয়ে করুণার অবতার!
দেখেছ প্রভু তোমরা;
এদের এই ভালবাসা?
জানি হেসে ফেলবে
এ সবের ব্যর্থতা প্রকট করা হাসি;
কিন্তু কি করে ভাঙবে এই দেওয়াল?
তাছাড়া আমারত সেই-ই অন্তিম অর্থ
যা তোমাদের কাছে নিরর্থক।
তবে কি করে হবে দূর
মানবতার এই বেদনা?
হে গান্ধী! হে বুদ্ধ! হে মহাবীর!

৫০

এক বাল্বের জীবন

আমরা বেঁচে থাকি-

তার 'সুইচ অন্'

কেবল ততক্ষণ থাকে

যতক্ষণ না

অন্ধকার সম্পূর্ণ করে নেয়

তার প্রস্তুতি !

৫১

এই জীবন
এক স্বপ্ন,
ভালো কি মন্দ, জানি না।
কতক্ষণ থাকে,
কতক্ষণ আনন্দ দেয়,
কখন ভেঙে যায়, জানি না।

৫২

বন্ধকরা চোখে

ভেসে আসে ভিড়—

চিল্লাতে চিল্লাতে যা চলেছে

নিজের নিজের প্রশ্নের উত্তর দাবী করে;

ভাবি,

কত বোকা এই মানুষ,

কোনো প্রশ্ন

কি কখনো প্রতীক্ষা করে

কোন উত্তরের?

৫৩

অনেক চেষ্টা করলাম আজ পর্যন্ত

জানতে পারি,

আমি কে?

প্রতিবারেই উত্তরে পেলাম

হাসতে থাকা মৌন--

কত ব্যর্থ এই প্রশ্ন?

কত ব্যর্থ এই উত্তর?

৫৪

মাড়িয়ে চলে নীড়
পায়ের তলায় ভিড়,
দিগ্বিদিক ভুলে যা
ছুটছে নীড়ের সন্ধানে;
আকাশ কত ছোট
বামন মানুষের সামনে।

৫৫

কুন্নুর—

নীলগিরিকে সভ্য ও সুসংস্কৃত করার

এক প্রয়াস ;

ধাপকাটা পাহাড়ের গায়ে

সবুজ রঙ ছড়ানো চায়ের বাগান,

এক সারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে

এক জাতীয় গাছ,

ব্যবস্থিত ঝিলে ও খালে

এদিক ওদিক ছুটে চলেছে জল ;

যেখানে ইচ্ছে

সেখানে কেউ গজাতে পারে না,

যেদিকে ইচ্ছে

সেখানে কেউ উঠতে পারে না,

এক ছাঁচে ঢালা,

এক সারে গজানো,

এক লাইনে দাঁড়ানো,

সুরম্য অধিত্যকায় চটকদার বন্দী সৌন্দর্য ;

কিন্তু কোথায় প্রাণের স্পন্দন ?

সর্বত্র জড়তার বন্ধন !

৫৬

নীল সাড়ী পরা অন্তঃহীন অধিত্যকা ঘেরা
সামনে ছড়িয়ে রয়েছে দূর অবধি নীলগিরির অরণ্য,
চারিদিকে গাছ উঠেছে মাথা উঁচু করে,
অনামা যত গাছ,
যেন আকাশের সঙ্গে কথা কইছে;
পরস্পর গায়ে গায়ে লাগা
তবুও পরস্পর পৃথক,
যার যেখানে ইচ্ছে
গজিয়ে উঠেছে,
যার যেখানে ইচ্ছে
ছড়িয়ে গেছে,
যে যতটা পেরেছে
আকাশ ঘিরে নিয়েছে,
নিজেকে ফলে ফুলে বিকশিত করবার
অবকাশ খুঁজে নিয়েছে।
আর লতা—
ইচ্ছে মতো লতিয়ে গেছে,
ছড়িয়ে গেছে,
গাছের গায়ে জড়িয়ে গেছে।

যেখানে মন চেয়েছে

পাথর জল হয়ে গড়িয়ে গেছে,

কোথাও মৌন মূক,

কোথাও উদ্ধত মুখর।

এরা সভ্যতার কেউ ধার ধারে না,

সংস্কৃতির কেউ নাম জানে না,

তবু কণায় কণায় ছলকে ওঠে সৌন্দর্য,

পাতায় পাতায় টপকে পড়ে সরলতা, সৌকুমার্য।

স্বাতন্ত্র্য কি

বাঁচতে পারে

কোনো মডেলে আবদ্ধ হয়ে?

[দক্ষিণ ভারতের পদযাত্রার সময় নীলগিরির অরণ্যে বসে লেখা]

প্রথম ছন্দের সূচী